বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয় 'কৃষি ব্যাংক ভবন'
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ক্রেডিট বিভাগ

ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১
০২২২৩৩-৮৮৯৪৯
পিএবিএক্সঃ ০২২২৩৩-৮০০২১-২২
০২২২৩৩-৮০০২৪-২৫
০২২২৩৩-৮০০৩১-৩৫
ই-মেইলঃ dgmppd@krishibank.org.bd

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৫)/রুমাবি-৪৪৬/২০২১-২০২২/ ২৫৫৩(২২৫০) তারিখঃ ১৫ জুন, ২০২২

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১, তারিখঃ ০২ জুন, ২০২২ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচেছ (কপি সংযুক্ত)।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ০২ জুন, ২০২২ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ এ বর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথা যথাযথ অনুসরন ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে সার্কুলারটির নির্দেশনাসমূহ সরাসরি নিম্নরুপে উল্লেখ করা হলো ঃ

"বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। আর বিকাশমান এ অর্থনীতিতে আর্থিক খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে অন্তর্ভুক্তিমুলক ও টেকসই আর্থিক খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক পণ্য বা সেবা বহুমুখীকরনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের সহজলভ্যতা, ব্যাংকসমূহকে উৎসাহ প্রদান ও ব্যাংকের তহবিল ব্যয় হ্রাস করে স্বল্প সুদ/মুনাফায় ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক ১০০.০০ (একশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ স্কিম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণীয় হবেঃ

১। শিরোনাম ঃ 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।

২। ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণের সংজ্ঞা ঃ 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যম (ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-ওয়ালেট ইত্যাদি) ব্যবহার করে তফসিলি ব্যাংক হতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।

৩। তহবিলের উৎস ও পরিমান ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল। স্কিমের পরিমান ১০০(একশত) কোটি টাকা। এ স্কিম হতে প্রথম পর্যায়ে ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা বিতরণ করা হবে । প্রথম পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋনের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। ভবিষ্যতে চাহিদা বিবেচনায় এ পুনঃঅর্থায়নের পরিমান বৃদ্ধি করা হবে।

৪। তহবিলের মেয়াদ ঃ এ স্কিমের আওতায় তহবিলের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তহবিলটি আবর্তনযোগ্য(Revolving) হবে।

৫। অংশগ্রহনকারী ব্যাংক ঃ ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী সকল তফসিলি ব্যাংক এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহনে আগ্রহী ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট (এফআইডি) এর সাথে একটি অংশগ্রহন চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৬। তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ এ স্কিমের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। পুনঃঅর্থায়নের আবেদন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলসহ তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরনীয় হবে।

৭। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও ঋণসীমা ঃ

(ক) তফসিলি ব্যাংক এর মাধ্যমে ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাগণকে এ ঋণ বিতরণ করা যাবে;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন পত্রে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে;

(গ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস(এমএফএস), ই-ওয়ালেট ইত্যাদি ব্যবহার করে End to End (ঋণ প্রসেসিং থেকে শুরু করে ঋণ আদায় পর্যন্ত) ডিজিটার পদ্ধতিতে ঋন প্রদান করবে; এবং

(ঘ) অর্থায়নকারী ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে একক গ্রাহককে সর্বনিম্ন ৫০০(পাঁচশত) টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

চলমান পাতা-০২

বিষয় ঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন প্রসঙ্গে।

৮। গ্রাহক পর্যায়ে সুদ (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে মুনাফা) হার ও অন্যান্য চার্জ ঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৯%

(খ) গ্রাহকের ঋনের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ আরোপ করতে হবে; এবং

(গ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত অনুমতিপত্রে বর্ণিত শর্ত/নির্দেশনাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ/ফি ব্যতিরেকে গ্রাহকের নিকট হতে অন্য কোন ধরনের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না।

৯। ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার উপর **১%** হারে সুদ আরোপ করা হবে।

১০। ঋণের মেয়াদ ঃ ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয় পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস।

১১। আদায় ও তদারকি ঃ

(ক) অংশগ্রহনকারী ব্যাংকসমূহ ত্রৈমাসিক কিস্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে সুদসহ আসল প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংককে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায় করা হবে;

(খ) ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট ঋণের আদায়সূচি অনুযায়ী গ্রাহকের নিকট হতে সুদসহ আসল আদায় করবে;

(গ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

(ঘ) ঋণ বিষয়ক যাবতীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বহন করবে;

(ঙ) অর্থায়নকারী ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

(চ) পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহনকারী ব্যাংক সরবরাহ করবে; এবং

(ছ) ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।

১২। অন্যান্য শর্তাদি ঃ

(ক) ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাদির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে; এবং

(খ) পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত উল্লেখিত শর্তাদির বিষয়ে যে কোন সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষন করে।

ব্যাংক -কোম্পনী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারার আওতায় এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।"

৩৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ০২ জুন, ২০২২ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো। এমতাবস্থায়, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

২২/০৬/২০২২

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন-০২২২৩৩৮৮৯৪৯

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৫)/রুমাবি-৪৪৬/২০২১-২০২২/ ২৫৫৬(১২৫৫) তারিখঃ ১৫ জুন, ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

১৫.০৬.২০২২
(মোঃ পারভেজ কাওসার সরকার)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১

তারিখঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ,১৪২৯ / ০২ জুন, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। আর বিকাশমান এ অর্থনীতিতে আর্থিক খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই আর্থিক খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক পণ্য বা সেবা বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের সহজলভ্যতা, ব্যাংকসমূহকে উৎসাহ প্রদান ও ব্যাংকের তহবিল ব্যয় হ্রাস করে স্বল্প সুদ/মুনাফায় ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০০.০০ (একশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ স্কিম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণীয় হবেঃ

১। **শিরোনাম** ঃ 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।

২। **ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণের সংজ্ঞা** ঃ 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যম (ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-ওয়ালেট ইত্যাদি) ব্যবহার করে তফসিলি ব্যাংক হতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।

৩। **তহবিলের উৎস ও পরিমাণ** ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল। স্কিমের পরিমাণ ১০০ (একশত) কোটি টাকা। এ স্কিম হতে প্রথম পর্যায়ে ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। প্রথম পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। ভবিষ্যতে চাহিদা বিবেচনায় এ পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।

৪। **তহবিলের মেয়াদ** ঃ এ স্কিমের আওতায় তহবিলের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তহবিলটি আবর্তনযোগ্য (Revolving) হবে।

৫। **অংশগ্রহণকারী ব্যাংক** ঃ ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী সকল তফসিলি ব্যাংক এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট (এফআইডি) এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৬। **তহবিল ব্যবস্থাপনা** ঃ এ স্কিমের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। পুনঃঅর্থায়নের আবেদন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলসহ তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

৭। **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও ঋণসীমা** ঃ

(ক) তফসিলি ব্যাংক এর মাধ্যমে ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাগণকে এ ঋণ বিতরণ করা যাবে;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন পত্রে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে;

(গ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস), ই-ওয়ালেট ইত্যাদি ব্যবস্থা ব্যবহার করে End to End (ঋণ প্রসেসিং থেকে শুরু করে ঋণ আদায় পর্যন্ত) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করবে; এবং

চলমান পাতা/২

(ঘ) অর্থায়নকারী ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে একক গ্রাহককে সর্বনিম্ন ৫০০(পাচঁশত) টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

৮। **গ্রাহক পর্যায়ে সুদ (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে মুনাফা) হার ও অন্যান্য চার্জ ঃ**

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৯%;

(খ) গ্রাহকের ঋণের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ আরোপ করতে হবে; এবং

(গ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত অনুমতিপত্রে বর্ণিত শর্ত/নির্দেশনাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ/ফি ব্যতিরেকে গ্রাহকের নিকট হতে অন্য কোনো ধরনের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না।

৯। **ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার উপব ১% হারে সুদ আরোপ করা হবে।

১০। **ঋণের মেয়াদ ঃ** ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয় পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস।

১১। **আদায় ও তদারকি ঃ**

(ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ত্রৈমাসিক কিস্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে সুদসহ আসল প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায় করা হবে;

(খ) ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট ঋণের আদায়সূচি অনুযায়ী গ্রাহকের নিকট হতে সুদসহ আসল আদায় করবে;

(গ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

(ঘ) ঋণ বিষয়ক যাবতীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বহন করবে;

(ঙ) অর্থায়নকারী ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

(চ) পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক সরবরাহ করবে; এবং

(ছ) ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।

১২। **অন্যান্য শর্তাদি ঃ**

(ক) ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাদির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে; এবং

(খ) পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত উল্লেখিত শর্তাদির বিষয়ে যে কোনো সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারার আওতায় এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

Begum

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২।